মেহেরপুর ইয়ুথ অ্যাসেম্বলি সংগঠনের মাস্ক বিতরণ

বিশ্বেজুড়ে করোনা ভাইরাস এখন এক আতঙ্কের নাম। সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও পড়েছে কোরোনার ভয়াল থাবা। করোনা আতঙ্ক থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের সংস্পর্শেই সংক্রমিত হচ্ছে এই ভাইরাসটি। তাই সংক্রমণ ঠেকাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলা খুবই জরুরি।

করোনা ভাইরাস থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক ব্যবহারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে লক্ষ্যে ইয়ুথ অ্যাসেম্বলির উদ্যোগে ও ওয়েব ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে ইয়ুথ অ্যাসেম্বলির আহবায়ক তানভীর শাহরিয়ার এর নেতৃত্বে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার পথচারীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

মাস্ক বিতরণকালে ওয়েব ফাউন্ডেশন এর জেলা সমন্বয়কারী জাহাঙ্গীর আলম, এরিয়া সমন্বয়কারী আমিরুল ইসলাম, ম্যানাজার মোঃ খোকন, তারিক কাজী, সাব্বির হোসেন জিয়া ও ইয়ুথ অ্যাসেম্বলির শ্রাবনী, নাসরিন, শরিফুল, নুসরাত, উজ্জল এবং দৃষ্টি সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
এসময় পথচারীদের মাঝে প্রায় দুইশত মাস্ক বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে মাস্ক ফেরিওয়ালা

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এর আয়োজনে মেহেরপুর জেলা শহরের প্রধান সড়কের চলাচলরত মাস্ক বিহীন জনতাকে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যপক প্রচারণার জন্য এক নতুন কৌশলে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে মাস্ক ফেরিওয়ালা নামের ৪জন সেবকের সারা শরীর রং বে রংয়ের মাস্ক সাজিয়ে শহরময় ফ্রি মাস্ক বিতরণ করা হয়। এসময় মাস্কবিহীন মানুষ মাস্ক নিজে গ্রহণ করে এবং অন্যকেও মাস্ক গ্রহণের উৎসাহ প্রদান করে।
এ ধরণের উদ্যোগে এর শুরুতে বক্তব্য রাখেন মউক নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

তিনি বলেন, মাস্কই একমাত্র হাতিয়ার করোনা প্রতিরোধে। তাই মাস্ক বিক্রয় যাতে সার্বজনীন হয়, মাস্ক বিক্রয় করে মানুষ যদি জীবন জীবিকা উপার্জন করতে পারে এবং সাধারণ জনতা অতি সহজে বাড়ির দোর গোড়ায় মাস্ক ক্রয় করে ব্যবহার করতে পারে, সেই জন্য মউকের এই ব্যতিক্রম ক্যাম্পেইন কর্মসুচী।
ফোনালাপে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন জানান, এই ধরণের উদ্যোগ তৃণমূলের মানুষকে ব্যপকভাবে সচেতন করবে এবং মানুষ মাস্ক ব্যবহারে উৎসাহ পাবে।

ঝিনাইদহে সংবাদপত্র বিক্রয় কর্মী মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলা হকার্স সমিতি, সংবাদপত্র বিক্রয় কর্মী, মাইক্রো ড্রাইভার, বাবুর্চিসহ নিম্নআয়ের প্রায় ২শতাধিক মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এসব নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ১০ কেজি চাল ও ৫ শ’ করে টাকা প্রত্যেকের হাতে তুলে দেন জেলা প্রশাসক মো: মজিবর রহমান।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম শাহীন, জেলা তথ্য অফিসার আবু বকর সিদ্দিক, প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপুসহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন।

করোনাকালে চাল ও নগদ টাকা পেয়ে খুবই খুশী লকডাউনে থাকা এসব কর্মহীন নিম্ন আয়ের মানুষগুলো।

জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান বলেন ইতমধ্যে আমরা ১হাজার ৫শ জন কর্মহীন নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছি। আরও কিছুদিন এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেছে।

স্বাস্থ্য বিধি মানতে উদাসীন বিক্রেতারা

বদলে গেছে গাংনীর বিভিন্ন মার্কেটের চিত্র। শুরু হয়েছে ঈদ উৎসবের আমেজ। খুলে দেওয়া মার্কেটগুলোতে বিরাজ করছে কোলাহলমুখর পরিবেশ। গায়ে গা মিশিয়ে, পায়ে পা লাগিয়ে অবিরাম চলছেন সবাই। সবার লক্ষ্য ঈদ উপলক্ষে কেনাকাটা করা।

অন্যান্য বছরের মতো না হলেও মোটামুটি তিন দিনের ব্যবধানেই সেজেছে দোকানগুলো। এসব দেখে কারো মনে হওয়ার উপায় নেই যে দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব চলছে। ক্রেতা- বিক্রেতাদের মধ্যে স্বাস্থ্য বিধি মানার বিষয়টি গুরুত্বহীণ। ক্রেতারা স্বাসথ্য বিধি কিছুটা মানলেও মানেছেনা দোকান মালিক ও শ্রমিকেররা। এতে করে করোনা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে আশংকা করছেন চিকিৎসকরা।

মঙ্গলবার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে যেন করোনার আতঙ্ক মিলিয়ে গেছে। জমে উঠেছে মার্কেটগুলো। কেউ কিনছেন আবার কেউ দেখছেন। অনেক দোকানী আড়মোড়া ভেঙ্গেছেন। পোশাক এবং প্রসাধনীর দোকানে ক্রেতাদের ভিড় বেশি। এসব মার্কেটের অনেক জায়গায় মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি। করোনার সংক্রমণ রোধে নেই সামাজিক দূরত্ব । অধিকাংশ দোকানি বা ক্রেতার নেই মাস্ক ।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, তারা পেটের দায়েই দোকান খুলেছেন। দীর্ঘদিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। ঈদকে সামনে রেখে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করায় সেই ক্ষতির পরিমাণ

কিছুটা হলেও কমিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। তবে স্বাস্থ্য বিধি মানতে নারাজ খরিদ্দাররা।

এসএম প্লাজার কাজল বস্ত্রালয়ের সামনে জনসমাগম দেখা যায়। কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি সেখানে। বিক্রেতাদের ও ক্রেতার মাস্ক নেই।

জানতে চাইলে দোকান মালিক হাফিজুর রহমান কাজল দোকান কর্মচারীদেরকে বকাঝকা করেন ও মাষ্ক পরার জন্য বলেন। তিনি আরো বলেন, সবাইকে বলা হচ্ছে কিন্তু তারা সেটা মানেন না। স্বপ্নচুড়ার স্বত্ত্বাধিকারী আবুল বাশার জানান, ক্রেতাদেরকে বলা হচ্ছে দূরে দূরে থাকার জন্য । এতে অনেকেই রাগ করে চলে যাচ্ছে। খরিদ্দারকে খেপিয়ে বা রাগিয়েতো লাভ নেই।

জামান গার্মেন্টস্ এ গিয়ে দেখা গেছে বিক্রেতাদের মুখে মাস্ক নেই। জানতে চাইলে তিনি বললেন, মাস্ক আছে, গরম লাগছে। একই কথা জানালেন নেভা ফ্যাসনের কর্মচারীরা। সকলেই যেন মাস্ক পরতে উদাসীন।

পোশাক কিনতে আসা কাস্টদহ গ্রামের গৃহবধু আঞ্জুমান আরা জানান, বেশ কিছুদিন পর মার্কেট খুলেছে তাই দেখতে আসলাম। গেল বছরের পোশাক। নতুন কালেকশন নেই তাই কয়েকদিন পর কিনবো। স্বাস্থ্য বিধি মানছেন না কেন? এ প্রশ্নের জবাব না দিয়েই উল্টো প্রশ্ন ‘ কেউ কি মানছে স্বাস্থ্য বিধি?’
শিমুলতলা থেকে স্বপরিবারে এসেছেন নজরুল ইসলাম। কারো মুখে মাস্ক নেই। করোনার প্রভাব বিস্তার আর স্বাস্থ্য বিধি না মানার ব্যাপারে তিনি বললেন, কোন করোনা ফরনা নাই। এটা নিছক গুজব।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন বলেন, ‘কোথাও কি সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে? যারা কেনাকাটা করতে আছেন তাদেরও সামাজিক দূরত্বের বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত।’ তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে আশ^স্ত করলেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার হামিদুল হক জানান, স্বাস্থ্য বিধি না মানলে করোনার বিস্থার ঘটবে আশঙ্কাজনকহারে। সরকার সব সময় স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার কথা বলছে। মাস্ক ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ জরুরী।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান,

মার্কেটে স্বাস্থ্য বিধি না মানলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইতোমধ্যে বাজার ও মার্কেট কমিটির কমিটির সভাপতিকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

ঝিনাইদহে করোনা বিভাগে ডাক্তারদের রুমে এসি লাগিয়ে দিলেন পৌর মেয়র

প্রচন্ড গরমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে কোভিড-১৯ বিভাগের আবাসিক ডাক্তাররা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন করোনা রুগীদের। ডাক্তারদের সুবিধার্থে “কোভিড-১৯ ডাক্তার ডিউটি রুমে এসি প্রদান করলেন ঝিনাইদহ পৌরসভা মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু।

প্রচন্ড গরমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রুগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের ডাক্তাররা। এই সংক্রমণের মধ্যে তারা নিজেদের জীবনের মায়া করছেন না। ইতোমধ্যে অনেক ডাক্তার এবং নার্স করোনা পজিটিভ হয়েছেন। তারপরও তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এই গরমে তাদের কষ্ট লাঘবে এগিয়ে আসলেন পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু।

ইতালির ১৫ অঞ্চলকে হলুদ জোন ঘোষণা, খুলছে সব প্রতিষ্ঠান

ইতালিতে আগামীকাল সোমবার থেকে ১৫ অঞ্চলকে হলুদ জোন ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে দেশটিতে চলাফেরা শিথিল হয়ে গেল। বার, রেস্টুরেন্ট, সিনেমা, থিয়েটারসহ সব প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যবিধি মেনে চালাতে

পারবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সংক্রমণ আগের তুলনায় অনেক কমে এসেছে, তবে এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এসব বিবেচনায় রেখে দেশটির সরকার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলকে পৃথক করে এ হলুদ জোন ঘোষণা ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী রোবেরতো স্পেরেন্সা ২৪ এপ্রিল এ তথ্য নিশ্চিত করেন। ইতালিতে এখনও দৈনিক গড়ে ১৫ হাজার আক্রান্ত এবং মৃত্যু গড়ে তিন শতাধিক।

সাধারণ মানুষের মধ্যে টিকা দেওয়া হচ্ছে পয়ষট্টি ঊর্ধ্বে ব্যক্তিদের। নার্স, ডাক্তার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বয়স সীমার বাইরে। হলুদ জোনে ফিরে আসায় ইতালিয়ার প্রায় ৫ কোটি মানুষ বাইরে বের হতে পারবে, রেস্টুরেন্ট-বারে খেতে পারবেন, তবে কেউ রেস্টুরেন্টের ভেতরে বসতে পারবে না। সবাই রেস্টুরেন্ট ও বারের বাইরে টেবিলে বসে খেতে পারবে।

শুধু সিনেমা, থিয়েটারে চেয়ারে বসা যাবে। রাত ৯টার পর বন্ধ করতে হবে এসব প্রতিষ্ঠান, ১০টা থেকে কারফিউ।

এদিকে দেশটির স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা মনে করছেন, মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগে এ ভাইরাসটি আবার আঘাত হানতে পারে।

অন্যদিকে ইংল্যান্ডে ভ্যাকসিনের কারণে নব্বই শতাংশ সংক্রমণ কমেছে, যা ইউরোপের জন্য অনুকরণীয়। ইতালি কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ায় সংক্রমণের হার নিচে নেমে এসেছে। তবে তা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নয়।

হলুদ জোনের ১৫ অঞ্চলে যেতে আগের মত এখন আর প্রশাসনের কাছে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবেনা কাউকে। পাশাপাশি পর্যটকরাও নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারবেন।

হলুদ জোনের আওতায় এসেছে- আব্রুজ্জো, ক্যাম্পানিয়া, এমিলিয়া- রোমানা, ফ্রিউলি ভেনিজিয়া গিউলিয়া, লাজিও, লিগুরিয়া, লম্বার্ডি, মোলিস, মার্কে,পাইডমন্ট, বলজানো,ট্রেন্টো, টুসনি, আম্বরিয়া এবং ভেনেটো।

তবে ইতালির দক্ষিণে সারদেনিয়ায় সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এখনও সেটি লাল জোনেই থাকবে।

স্বাস্থ্যবিধি না মানলে ফের কঠোর লকডাউন : কাদের

গণপরিবহনসহ সর্বত্র স্বাস্থ্যবিধি না মানলে আবারও কঠোর লকডাউন দেওয়া হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

রোববার তার বাসভবন থেকে পাঠানো এক ভিডিওবার্তায় এ হুশিয়ারি দেন ওবায়দুল কাদের।

ভিডিওবার্তায় ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, লকডাউনের পরে গণপরিবহন চলাচলে সুযোগ দেওয়া হলে সবাইকে স্বাস্ব্যবিধি মেনে চলতে হবে। তা না হলে সরকার আবারও কঠোর লকডাউন দিতে বাধ্য হবে।

ওবায়দুল কাদেরের এই বক্তব্য সর্বাত্মক লকডাউন আর না বাড়ানোর ইঙ্গিত।

আগামী ২৮ এপ্রিলের পর লকডাউনের মেয়াদ না বাড়ানোর জানিয়েছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। শুক্রবার বিকালে তিনি জানান, বৃহস্পতিবার চালু হবে গণপরিবহন, সীমিত পরিসরে খুলবে সরকারি-বেসরকারি অফিস।

‘আগামী ২৮ এপ্রিলের পর বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে। কিন্তু নো মাস্ক নো সার্ভিস- এটা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে। মানুষ মাস্ক পড়বে, শারীরিক দূরত্ব মেইনটেইন করবে। কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানলেই আমরা জীবন ও জীবিকা দুটোই চলাতে পারব। এই কয়দিনে সংক্রমণ অনেকটাই কমে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।’

তিনি বলেন, ‘গণপরিবহন চালুর বিষয়টি সিদ্ধান্তের পর্যায়ে আছে। চালু হলেও তো স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলতে হবে। আমাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করতে হবে। শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সেটা করা হবে। যেভাবে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়েছে, সেভাবে খুলবে।’

দেশে প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ। প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। সম্প্রতি করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ বেড়ে যায়।

এমতাবস্থায় ১৪ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে আট দিনের কঠোর লকডাউন শুরু হয়। লকডাউনের মধ্যে পালনের জন্য ১৩টি নির্দেশনা দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে। সেই মেয়াদ শেষ হয় গত বুধবার (২১ এপ্রিল) মধ্যরাতে। তবে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় সর্বাত্মক লকডাউনের মেয়াদ আগামী ২৮ এপ্রিল মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

জীবননগরে মানবিক বাংলাদেশ সোসাইটির মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ

কোভিড-১৯ মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব থেকে রক্ষাপেতে জন সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষে এলাকাবাসীর মধ্যে মাস্ক ও জন সচেতনা মুলক লিফলেট বিতরণ করেন।

গতকাল বিকালে করিমপুর বাজারে উক্ত সংগঠনের জেলা কমিটির সভাপতি নাজমুল হুসাইন, সহ সভাপতি ওলি-উল্লাহ প্রকাশ, সাধারণ সম্পাদক সুজন মির উপস্থিত হয়ে জীবননগর উপজেলা শাখার উদ্দ্যেগে উপস্থিত সকলের মাঝে মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক লিমন হুসাইন, হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডি. এম মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন হাসাদাহ ইউনিয়ন ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বশির মোল্লা সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। কোভিড -১৯ থেকে রক্ষাপেতে এই মাস্ক ও লিফলেট বিতারণ করা হয়।

করোনায় আরও ৮৮ জনের প্রাণহানি

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও ৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১০ হাজার ৮৬৯ জন।গত চব্বিশ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৬২৯ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা সাত লাখ ৩৯ হাজার ৭০৩ জন।

শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। শনাক্তের হার ১৪ শতাংশ আর মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৪৭ শতাংশ।

১৯ এপ্রিল করোনায় একদিনে রেকর্ড ১১২ জনের মৃত্যুর কথা জানায় স্বাস্থ্য অধিদফতর। যা একদিনে সর্বোচ্চ। ২০ এপ্রিল ৯১ জন, ২১ এপ্রিল ৯৫ জন এবং বৃহস্পতিবার ৯৮ জনের মৃত্যু হয়।

গত বছরের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দামুড়হুদায় করোনার উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল জলিল (৫০) করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে। মৃত আব্দুল জলিল হোগলডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে। গতকাল শুক্রবার সকালে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের করোনা ইউনিটে ভর্তির পরপরই তার মৃত্যু হয়।

জলিলের পারিবার সুত্রে জানাযায়,বৃহস্পতিবার রাতে তার জ্বর ও সর্দিকাসি দেখা দিলে শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয় হয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত চিকিৎসক ডাঃ অনিত কুমার বিশ্বাস তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ৪র্থ তালায় করোনা ওয়ার্ডে পাঠায়। এর কিছুক্ষন পর অতিরিক্ত স্বাসকষ্ট শুরু হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সে মারা যায়।